

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিক্ষা কমিশনের ভূমিকা

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন

(পত্রিকাগুলির পর)

লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংস্কার : ভারতে ইংরেজ শাসনের ইতিহাসে লর্ড কার্জনের শাসনকাল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন উপমহাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে তিনি একজন প্রত্নতত্ত্বপন্থী এবং গণতান্ত্রিক শাসক ছিলেন। ভারতীয়দের কাছে তিনি বিভিন্নভাবে সমালোচিত ও হারিয়েছেন। তবে এ উপমহাদেশে তার শিক্ষা সংস্কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। লর্ড কার্জন ১৯০১ সালে নিয়ন্ত্রণ একটি শিক্ষা সংস্কার আন্দোলন করেন। এই সংস্কারে প্রতিটি প্রদেশের স্থানীয় শিক্ষা পরিচালক, উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। কোন ভারতীয় শিক্ষাবিদকে এই সংস্কারে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এই সংস্কারে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার বহু অংশ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করে তার মতামত ব্যক্ত করেন। এক পত্রিকাগুলির আলাপ-আলোচনা শেষে ১৯০১ সালে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে লর্ড কার্জন তার শিক্ষা কর্মসূচি তৈরি করেন। কার্জনের সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা সংস্কার ও ১৯০৪ সালে ভারত সরকারের শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবগুলো এই সংস্কারে গৃহীত প্রস্তাবের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়। লর্ড কার্জন এদেশে শিক্ষা সংস্কারের যত চেতাই পরেছিলেন তাকে বিপুল বাধার সন্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে এদেশের শিক্ষা উন্নয়নে তার অগ্রদূতগণ ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং এ কথা বিনা বিচারে পীড়িত করা যায় যে, বর্তমান শাসকের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটে ভারতীয় শাসনকালে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের সংস্কার ছিল সূত্রস্বরূপ।

স্যাডলার কমিশন : প্রথমে ইংরেজ শিক্ষাবিদ এবং সিন্ডিকাল বিদ্যালয়গুলির উপাচার্য ড. আইবেল স্যাডলারের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে একটি কমিশন গঠন করে। ১৯১৯ সালে শেষ দিতে এ রিপোর্ট পেশ করা হয়। এ কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষা সংস্কারের কাজ শুরু হয়। এ কমিশনের রিপোর্ট পাঁচ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে এবং এটি হতে এর পরিচিতি রয়েছে। ভারতীয় শিক্ষা পরিচালনা একটি অত্যন্ত সুশাসিত দলিল। মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার এবং পরিচালনার জন্য এ কমিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপনসহ আরও অনেক সুপারিশ করেছেন।

স্যাডলার কমিশন ইন্টারমিডিয়েট পান্ডের বিদ্যালয়গুলির ভিত্তি যোগ্যতা বলে বিবেচিত করেন। এ কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে পূর্বকার আন্দোলনের জন্য উচ্চ শিক্ষার বিশেষ সুযোগ সৃষ্টি হয়। এদেশের শিক্ষার ইতিহাসে এটো সুশাসিত আর কোন রিপোর্ট ইতিপূর্বে রচিত হয়নি। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার এমন কোন প্রয়োজনীয় দিক নেই যা এ কমিশন আলোচনা করেননি। অন্যতম বিশ্ববিদ্যালয়কে উৎসাহ করে কমিশন গঠন করা হলেও ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশে উপকৃত হয়েছে। (আগামীকাল সমাপ্ত)

সার্কেট কমিশন : ভারতে ব্রিটিশ শাসনামলে

আমলে রচিত একটি শিক্ষা পরিচালনা রচনায় তিনি যে সাহসিকতা ও সংস্কারমূলক উদ্যোগ সৃষ্টি করেছিলেন সে যুগে তা দুর্লভ। তার রচনা পরিচালনাতেই অদম-বদল করে পরবর্তী জাতীয় শিক্ষা পরিচালনামূলক সূত্র তৈরি হয়েছে।

সার্কেট পরিচালনার প্রাথমিক শিক্ষা : বঙ্গীয় শিক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর গুরুত্বপূর্ণ করা হয়। পরবর্তীতে এদেশের শিক্ষা পরিচালনার অনেক উপাদান সার্কেট পরিচালনা থেকে নেয়া হয়েছিল।

পাকিস্তান আমলে শিক্ষা কমিশন : ভারত আমলের পর পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের উদ্ভবের পর ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী করাচীতে পাকিস্তানের প্রথম শিক্ষা সংস্কার অনুষ্ঠিত হয়। সংস্কারে পাকিস্তানের শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড গঠনসহ পাকিস্তানের শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বপূর্ণ করে কুল পর্যায়ের বাধ্যতামূলকভাবে উর্দু পড়া কুল ও কলেজে ধর্মীয় শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। পাঁচ বৎসরের প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা, শিক্ষা গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুরে সাহসিক প্রদান, আন্তর্জাতিক পরিচালনা বোর্ড গঠন, কারিগরি শিক্ষা পরিচালনা প্রতিষ্ঠান ও নারী শিক্ষার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। পাকিস্তান আমলে যে সকল শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল এবং পাকিস্তানে শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কাজ করেছিল তার সংক্ষেপে বিবরণ নিচে আলোচনা করা হলো।

ক) মাদানী সূর্য্যাক আকরম খাঁ শিক্ষা কমিশন : ১৯৪৯ সালে ১৬ মার্চ পাকিস্তানের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সাংবাদিক মাদানী মোহাম্মদ আকরম খাঁকে "পূর্ববঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠন" নামে পরিচিত কমিটির প্রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়। এই কমিশন ১৯৫২ সালে তার সুপারিশ মাদা তসাদীকী সরকারের কাছে পেশ করে। এই সব সুপারিশ প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, সংস্থা লক্ষ্য শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতিতে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল।

খ) আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন : আতাউর রহমান খান শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয় ১৯৫৭ সালের ৩ জানুয়ারি। এই কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতিবিদ জনাব আতাউর রহমান খান। এই কমিশন দুইটি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা পুনর্বিধান ও সংস্কার সংক্রান্ত পরামর্শ দেয়ার জন্য গঠন করা হয়। এই কমিশনের প্রথম সভা ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭ সালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই কমিশন সুপারিশ প্রণয়নের পূর্বে ব্রিটিশ আমলের সকল সুপারিশ পর্যালোচনা করে। তাছাড়া, এ কমিশন ১৯৫২ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে শিক্ষার প্রদান করেন। আতাউর রহমান শিক্ষা কমিশন সেই সময় প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষকদের শেখাও আন ও অন্যান্য সুযোগ সৃষ্টি করে করার জন্য সুপারিশ করেছিল। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা বাস্তবায়ন করেননি।

গ) শরীফ ও হামিদুর রহমান কমিশন :

সংবিধানে 'সকল শিশুকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের জন্য এতই মানসম্মত গণমুখী এবং পার্বত্যবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের যোগ্যতা দেয়া হয়।

কুমারত-এ-বুনা শিক্ষা কমিশন : ভারতের জনক বংশধর শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে ২৪ অক্টোবর কুমারত-এ-বুনা কমিশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। একটি বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কুমারত-এ-বুনা কমিশনের প্রধান করে ১৮ জন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে এ কমিশন গঠন করা হয়। শিক্ষার মানসম্মত অর্থাৎ ও জটিলভাবে দূরীকরণ, শিক্ষার মাধ্যমে সৃষ্টি চর্চা গঠনের নির্দেশ দান এবং দেশের ও তৎকালীন বসীয়ায় সরকার, গণ নির্দেশের উদ্দেশ্যেই সরকার এই কমিশন নিয়োগ করে। ১৯৭৩ সালে ৩ জন ধর্মবিশ্বাস তাদের অন্তর্ভুক্তকরণের রিপোর্ট পেশ করে। প্রায় ৪০০ জন সুনসান-বাহিনী, ৩০টি অনুষ্ঠান কমিটি ও বিশেষ কমিটির বিস্তৃত কাজের মাধ্যমে এই কমিশন শিক্ষার প্রতিটি ক্ষেত্রে গুরুত্ব সুপারিশ প্রণয়ন করে। ১৯৭৪ সালের ৩০ মে কমিশন ৩৬টি অধ্যয়ে বিভক্ত ৪০০ পৃষ্ঠার একটি চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এটা একটি সুশাসিত শিক্ষা দলিল হিসেবে বিবেচিত। এতে বাংলাদেশের শিক্ষার বাস্তব সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ সকল সমস্যার সমাধানের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থার আনুগত্য সাধারণের পরিচালনা করা হয়েছে। শিক্ষা পরিচালনাকে বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষার অর্থ সংস্থানের কথা সুদূরতবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে উৎসাহের সংস্থানের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে যত মেসোনি, যথ মেসোনি, এবং দীর্ঘ মেসোনি পরিচালনার মাধ্যমে আন্দের ইঙ্গিত সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল বিষয় হলো ১৯৭৫ সালের পটপরিবর্তনের পর তৎকালীন শাসনভাগী এই শিক্ষা দলিলটিতে জনস্বার্থের মধ্যে আর প্রচার করেনি। তবে বর্তমান সরকার কুমারত-এ-বুনা শিক্ষা কমিশনের আলোকে শিক্ষা কমিশন গঠন করে অনেক সুপারিশ বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

অন্তর্ভুক্তকালীন শিক্ষা কমিশন (১৯৭৯) : ১৯৭৮ সালে ৫ আগস্ট এক সরকারি আদেশ করে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী সজাপতিত্বে ৩২ সদস্যবিশিষ্ট এক জাতীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। পরে ২০ সেপ্টেম্বর অন্য এক আদেশ বলে আরও ৯ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিষদ গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুটি-ক) একটি অন্তর্ভুক্তকালীন শিক্ষানীতি প্রণয়নে সরকারের সাহায্য করা খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতি মনসম্মত সবারের জন্য শিক্ষার সার্বজনীন সর্বমুখী সর্বমুখী হিসেবে কাজ করেন। উচ্চ পরিষদ দীর্ঘ ছয় মাস অত্যন্ত পরিশ্রম ১৯৭৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি সরকারের নিকট রিপোর্ট পেশ করে।

মফিজ উদ্দিন শিক্ষা কমিশন (১৯৮৮) : ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল শিক্ষামন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তি

৮ এপ্রিল ২০০৯ ইং সনে ব্রিটিশ শিক্ষক শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক করিবে চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে গঠন করা হয়। কো.চেয়ারম্যান ড. কাজী মুনীরুজ্জামান আহমদ ও সদস্য রচি করা হয় অধ্যাপক শেখ ইকরুল করিবেক। উই শিক্ষা নীতিতে সর্বমুখী সদস্য সংখ্যা ছিল ১৮ জন এবং দুটি সংসদীয়সহ আটটি অধ্যায় ও ত্রিগণ শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বিদ্যমান আছে। শিক্ষা প্রত্যেকটি ও নিখুঁতভাবে আলোচনা করে সদস্য সমাধানের পর বের করা হয়েছে। এই শিক্ষানীতি উদ্ভবযোগ্য দিক হলো এখানে বিজ্ঞান, কারিগরি ও ধর্ম শিক্ষাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আটা সদস্যবিশিষ্ট শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি যার চা মনের মধ্যে একটি বঙ্গীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা পর তা চূড়ান্ত না করে ব্যাপক জনস্বার্থের মতামত গ্রহণের জন্য এদের সাইট এবং অন্যান্য প্রচা মাধ্যমে প্রচার করা হলে সকল মহলের বিপুল সন্মত পাওয়া যায়। প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক আলোচনা পর্যালোচনা করা হয়। বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভা করে সমাজের সকল গুরে শিক্ষার সনমত নির্ধারণের মতামত নেয়া হয়। এ শিক্ষানীতি সম্পর্কে দুটি বিষয় স্মৃতি করে ক হয়েছে। ১) এটা কোন ধর্মীয় শিক্ষানীতি না জনস্বার্থ তথা জাতির আভ্যন্তরীণ ও প্রত্যায় প্রতিফলন ঘটায় তৈরি করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি। ২) শিক্ষানীতি কোন অপরিবর্তনীয় বিষয় নয়। এর পরিবর্তন ও উন্নয়নের পর স সময় উন্নত থাকবে। কোন কুল, ক্রটি হলে তা স সংশোধন করা যাবে। শিক্ষা একটি গতিশীল বিষয়। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গতি রে সব সময় এর পরিবর্তন, বা আধুনিকীকরণ প্রয়োজন থাকবে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১ প্রণয়ন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধা বর্ণিত সংশ্লিষ্ট নির্দেশসমূহ বিবেচনায় রাখা হয়েছে জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন থেকে প্রদেয় সদস্য দেশে সকল শিশুর শিক্ষার অধিক নিশ্চিত করার তাগিদ রয়েছে। সেটিও বিবেচন নেয়া হয়েছে। এই শিক্ষানীতি সংবিধানে নির্দেশনা অনুযায়ী মেগে গণমুখী, সুসজ, সুখ সর্বজনীন, সুপরিচালিত বিজ্ঞানমূলক এ মানসম্মত শিক্ষাদানে সত্য শিক্ষা ব্যবস্থা গ তোলার ভিত্তি ও রূপরেখা হিসেবে কাজ করে

উপসংহার : পরিচেষ্টে আমলা এ শিক্ষা আদতে পরি যে, ব্রিটিশ ভারত থেকে কে ক পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলে যতগুলো শি কমিশন বা নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে সবগুলো কমিশন শিক্ষার উন্নতি, শিক্ষক শিক্ষার্থী সমস্যা এবং তার সমাধান, নারী শিক্ষার উন্নয়ন, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকৃতির ব্যাপারে কিভাবে উন্নয়ন করা যায় তার বিবেচিত সুপারিশ প্রদান করেছেন। ব্রিটিশ আমলে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের চিন্তা, চেতনা এবং তাদের স্বার্থ আগে হাঙ্গিল করা। ভারতীয়দের উন্নয়নে এখানে মুখ্য ব্যাপার ছিল না। তবে প্রত্যেক শিক্ষা কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছে। এ শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক সরকারিকরণের সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। তবে মাধ্যমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হবে কিনা

১. ১৯৫২-১৯৫৩/৫৪। ২. ১৯৫৩-৫৪। ৩. ১৯৫৪-৫৫। ৪. ১৯৫৫-৫৬। ৫. ১৯৫৬-৫৭। ৬. ১৯৫৭-৫৮। ৭. ১৯৫৮-৫৯। ৮. ১৯৫৯-৬০। ৯. ১৯৬০-৬১। ১০. ১৯৬১-৬২। ১১. ১৯৬২-৬৩। ১২. ১৯৬৩-৬৪। ১৩. ১৯৬৪-৬৫। ১৪. ১৯৬৫-৬৬। ১৫. ১৯৬৬-৬৭। ১৬. ১৯৬৭-৬৮। ১৭. ১৯৬৮-৬৯। ১৮. ১৯৬৯-৭০। ১৯. ১৯৭০-৭১। ২০. ১৯৭১-৭২। ২১. ১৯৭২-৭৩। ২২. ১৯৭৩-৭৪। ২৩. ১৯৭৪-৭৫। ২৪. ১৯৭৫-৭৬। ২৫. ১৯৭৬-৭৭। ২৬. ১৯৭৭-৭৮। ২৭. ১৯৭৮-৭৯। ২৮. ১৯৭৯-৮০। ২৯. ১৯৮০-৮১। ৩০. ১৯৮১-৮২। ৩১. ১৯৮২-৮৩। ৩২. ১৯৮৩-৮৪। ৩৩. ১৯৮৪-৮৫। ৩৪. ১৯৮৫-৮৬। ৩৫. ১৯৮৬-৮৭। ৩৬. ১৯৮৭-৮৮। ৩৭. ১৯৮৮-৮৯। ৩৮. ১৯৮৯-৯০। ৩৯. ১৯৯০-৯১। ৪০. ১৯৯১-৯২। ৪১. ১৯৯২-৯৩। ৪২. ১৯৯৩-৯৪। ৪৩. ১৯৯৪-৯৫। ৪৪. ১৯৯৫-৯৬। ৪৫. ১৯৯৬-৯৭। ৪৬. ১৯৯৭-৯৮। ৪৭. ১৯৯৮-৯৯। ৪৮. ১৯৯৯-০০। ৪৯. ২০০০-০১। ৫০. ২০০১-০২। ৫১. ২০০২-০৩। ৫২. ২০০৩-০৪। ৫৩. ২০০৪-০৫। ৫৪. ২০০৫-০৬। ৫৫. ২০০৬-০৭। ৫৬. ২০০৭-০৮। ৫৭. ২০০৮-০৯। ৫৮. ২০০৯-১০। ৫৯. ২০১০-১১। ৬০. ২০১১-১২। ৬১. ২০১২-১৩। ৬২. ২০১৩-১৪। ৬৩. ২০১৪-১৫। ৬৪. ২০১৫-১৬। ৬৫. ২০১৬-১৭। ৬৬. ২০১৭-১৮। ৬৭. ২০১৮-১৯। ৬৮. ২০১৯-২০। ৬৯. ২০২০-২১। ৭০. ২০২১-২২। ৭১. ২০২২-২৩। ৭২. ২০২৩-২৪। ৭৩. ২০২৪-২৫। ৭৪. ২০২৫-২৬। ৭৫. ২০২৬-২৭। ৭৬. ২০২৭-২৮। ৭৭. ২০২৮-২৯। ৭৮. ২০২৯-৩০। ৭৯. ২০৩০-৩১। ৮০. ২০৩১-৩২। ৮১. ২০৩২-৩৩। ৮২. ২০৩৩-৩৪। ৮৩. ২০৩৪-৩৫। ৮৪. ২০৩৫-৩৬। ৮৫. ২০৩৬-৩৭। ৮৬. ২০৩৭-৩৮। ৮৭. ২০৩৮-৩৯। ৮৮. ২০৩৯-৪০। ৮৯. ২০৪০-৪১। ৯০. ২০৪১-৪২। ৯১. ২০৪২-৪৩। ৯২. ২০৪৩-৪৪। ৯৩. ২০৪৪-৪৫। ৯৪. ২০৪৫-৪৬। ৯৫. ২০৪৬-৪৭। ৯৬. ২০৪৭-৪৮। ৯৭. ২০৪৮-৪৯। ৯৮. ২০৪৯-৫০। ৯৯. ২০৫০-৫১। ১০০. ২০৫১-৫২। ১০১. ২০৫২-৫৩। ১০২. ২০৫৩-৫৪। ১০৩. ২০৫৪-৫৫। ১০৪. ২০৫৫-৫৬। ১০৫. ২০৫৬-৫৭। ১০৬. ২০৫৭-৫৮। ১০৭. ২০৫৮-৫৯। ১০৮. ২০৫৯-৬০। ১০৯. ২০৬০-৬১। ১১০. ২০৬১-৬২। ১১১. ২০৬২-৬৩। ১১২. ২০৬৩-৬৪। ১১৩. ২০৬৪-৬৫। ১১৪. ২০৬৫-৬৬। ১১৫. ২০৬৬-৬৭। ১১৬. ২০৬৭-৬৮। ১১৭. ২০৬৮-৬৯। ১১৮. ২০৬৯-৭০। ১১৯. ২০৭০-৭১। ১২০. ২০৭১-৭২। ১২১. ২০৭২-৭৩। ১২২. ২০৭৩-৭৪। ১২৩. ২০৭৪-৭৫। ১২৪. ২০৭৫-৭৬। ১২৫. ২০৭৬-৭৭। ১২৬. ২০৭৭-৭৮। ১২৭. ২০৭৮-৭৯। ১২৮. ২০৭৯-৮০। ১২৯. ২০৮০-৮১। ১৩০. ২০৮১-৮২। ১৩১. ২০৮২-৮৩। ১৩২. ২০৮৩-৮৪। ১৩৩. ২০৮৪-৮৫। ১৩৪. ২০৮৫-৮৬। ১৩৫. ২০৮৬-৮৭। ১৩৬. ২০৮৭-৮৮। ১৩৭. ২০৮৮-৮৯। ১৩৮. ২০৮৯-৯০। ১৩৯. ২০৯০-৯১। ১৪০. ২০৯১-৯২। ১৪১. ২০৯২-৯৩। ১৪২. ২০৯৩-৯৪। ১৪৩. ২০৯৪-৯৫। ১৪৪. ২০৯৫-৯৬। ১৪৫. ২০৯৬-৯৭। ১৪৬. ২০৯৭-৯৮। ১৪৭. ২০৯৮-৯৯। ১৪৮. ২০৯৯-১০০। ১৪৯. ২১০০-১০১। ১৫০. ২১০১-১০২। ১৫১. ২১০২-১০৩। ১৫২. ২১০৩-১০৪। ১৫৩. ২১০৪-১০৫। ১৫৪. ২১০৫-১০৬। ১৫৫. ২১০৬-১০৭। ১৫৬. ২১০৭-১০৮। ১৫৭. ২১০৮-১০৯। ১৫৮. ২১০৯-১১০। ১৫৯. ২১১০-১১১। ১৬০. ২১১১-১১২। ১৬১. ২১১২-১১৩। ১৬২. ২১১৩-১১৪। ১৬৩. ২১১৪-১১৫। ১৬৪. ২১১৫-১১৬। ১৬৫. ২১১৬-১১৭। ১৬৬. ২১১৭-১১৮। ১৬৭. ২১১৮-১১৯। ১৬৮. ২১১৯-১২০। ১৬৯. ২১২০-১২১। ১৭০. ২১২১-১২২। ১৭১. ২১২২-১২৩। ১৭২. ২১২৩-১২৪। ১৭৩. ২১২৪-১২৫। ১৭৪. ২১২৫-১২৬। ১৭৫. ২১২৬-১২৭। ১৭৬. ২১২৭-১২৮। ১৭৭. ২১২৮-১২৯। ১৭৮. ২১২৯-১৩০। ১৭৯. ২১৩০-১৩১। ১৮০. ২১৩১-১৩২। ১৮১. ২১৩২-১৩৩। ১৮২. ২১৩৩-১৩৪। ১৮৩. ২১৩৪-১৩৫। ১৮৪. ২১৩৫-১৩৬। ১৮৫. ২১৩৬-১৩৭। ১৮৬. ২১৩৭-১৩৮। ১৮৭. ২১৩৮-১৩৯। ১৮৮. ২১৩৯-১৪০। ১৮৯. ২১৪০-১৪১। ১৯০. ২১৪১-১৪২। ১৯১. ২১৪২-১৪৩। ১৯২. ২১৪৩-১৪৪। ১৯৩. ২১৪৪-১৪৫। ১৯৪. ২১৪৫-১৪৬। ১৯৫. ২১৪৬-১৪৭। ১৯৬. ২১৪৭-১৪৮। ১৯৭. ২১৪৮-১৪৯। ১৯৮. ২১৪৯-১৫০। ১৯৯. ২১৫০-১৫১। ২০০. ২১৫১-১৫২। ২০১. ২১৫২-১৫৩। ২০২. ২১৫৩-১৫৪। ২০৩. ২১৫৪-১৫৫। ২০৪. ২১৫৫-১৫৬। ২০৫. ২১৫৬-১৫৭। ২০৬. ২১৫৭-১৫৮। ২০৭. ২১৫৮-১৫৯। ২০৮. ২১৫৯-১৬০। ২০৯. ২১৬০-১৬১। ২১০. ২১৬১-১৬২। ২১১. ২১৬২-১৬৩। ২১২. ২১৬৩-১৬৪। ২১৩. ২১৬৪-১৬৫। ২১৪. ২১৬৫-১৬৬। ২১৫. ২১৬৬-১৬৭। ২১৬. ২১৬৭-১৬৮। ২১৭. ২১৬৮-১৬৯। ২১৮. ২১৬৯-১৭০। ২১৯. ২১৭০-১৭১। ২২০. ২১৭১-১৭২। ২২১. ২১৭২-১৭৩। ২২২. ২১৭৩-১৭৪। ২২৩. ২১৭৪-১৭৫। ২২৪. ২১৭৫-১৭৬। ২২৫. ২১৭৬-১৭৭। ২২৬. ২১৭৭-১৭৮। ২২৭. ২১৭৮-১৭৯। ২২৮. ২১৭৯-১৮০। ২২৯. ২১৮০-১৮১। ২৩০. ২১৮১-১৮২। ২৩১. ২১৮২-১৮৩। ২৩২. ২১৮৩-১৮৪। ২৩৩. ২১৮৪-১৮৫। ২৩৪. ২১৮৫-১৮৬। ২৩৫. ২১৮৬-১৮৭। ২৩৬. ২১৮৭-১৮৮। ২৩৭. ২১৮৮-১৮৯। ২৩৮. ২১৮৯-১৯০। ২৩৯. ২১৯০-১৯১। ২৪০. ২১৯১-১৯২। ২৪১. ২১৯২-১৯৩। ২৪২. ২১৯৩-১৯৪। ২৪৩. ২১৯৪-১৯৫। ২৪৪. ২১৯৫-১৯৬। ২৪৫. ২১৯৬-১৯৭। ২৪৬. ২১৯৭-১৯৮। ২৪৭. ২১৯৮-১৯৯। ২৪৮. ২১৯৯-২০০। ২৪৯. ২২০০-২০১। ২৫০. ২২০১-২০২। ২৫১. ২২০২-২০৩। ২৫২. ২২০৩-২০৪। ২৫৩. ২২০৪-২০৫। ২৫৪. ২২০৫-২০৬। ২৫৫. ২২০৬-২০৭। ২৫৬. ২২০৭-২০৮। ২৫৭. ২২০৮-২০৯। ২৫৮. ২২০৯-২১০। ২৫৯. ২২১০-২১১। ২৬০. ২২১১-২১২। ২৬১. ২২১২-২১৩। ২৬২. ২২১৩-২১৪। ২৬৩. ২২১৪-২১৫। ২৬৪. ২২১৫-২১৬। ২৬৫. ২২১৬-২১৭। ২৬৬. ২২১৭-২১৮। ২৬৭. ২২১৮-২১৯। ২৬৮. ২২১৯-২২০। ২৬৯. ২২২০-২২১। ২৭০. ২২২১-২২২। ২৭১. ২২২২-২২৩। ২৭২. ২২২৩-২২৪। ২৭৩. ২২২৪-২২৫। ২৭৪. ২২২৫-২২৬। ২৭৫. ২২২৬-২২৭। ২৭৬. ২২২৭-২২৮। ২৭৭. ২২২৮-২২৯। ২৭৮. ২২২৯-২৩০। ২৭৯. ২২৩০-২৩১। ২৮০. ২২৩১-২৩২। ২৮১. ২২৩২-২৩৩। ২৮২. ২২৩৩-২৩৪। ২৮৩. ২২৩৪-২৩৫। ২৮৪. ২২৩৫-২৩৬। ২৮৫. ২২৩৬-২৩৭। ২৮৬. ২২৩৭-২৩৮। ২৮৭. ২২৩৮-২৩৯। ২৮৮. ২২৩৯-২৪০। ২৮৯. ২২৪০-২৪১। ২৯০. ২২৪১-২৪২। ২৯১. ২২৪২-২৪৩। ২৯২. ২২৪৩-২৪৪। ২৯৩. ২২৪৪-২৪৫। ২৯৪. ২২৪৫-২৪৬। ২৯৫. ২২৪৬-২৪৭। ২৯৬. ২২৪৭-২৪৮। ২৯৭. ২২৪৮-২৪৯। ২৯৮. ২২৪৯-২৫০। ২৯৯. ২২৫০-২৫১। ৩০০. ২২৫১-২৫২। ৩০১. ২২৫২-২৫৩। ৩০২. ২২৫৩-২৫৪। ৩০৩. ২২৫৪-২৫৫। ৩০৪. ২২৫৫-২৫৬। ৩০৫. ২২৫৬-২৫৭। ৩০৬. ২২৫৭-২৫৮। ৩০৭. ২২৫৮-২৫৯। ৩০৮. ২২৫৯-২৬০। ৩০৯. ২২৬০-২৬১।